কলকাতা উচ্চ আদালতে

দেওয়ানি পুনর্বিবেচনার এক্তিয়ার

আপিলের দিক

বর্তমানঃ

সম্মানীয় ন্যায়বিচার অজয় কুমার মুখার্জি

২০১৯-এর সি. ও. ৩৭০৭

দেবাশীষ চক্রবর্তী

বনাম

বিমল চক্রবর্তী, যেহেতু মৃত, সুবীর চক্রবর্তী এবং অন্যান্যরা প্রতিনিধিত্ব করেছেন

আবেদনকারীর জন্য : কুমারী শ্রেয়া ত্রিবেদী

বিপরীত পক্ষের জন্য : শ্রী অনিরুদ্ধ চ্যাটার্জি

শ্রী দেবব্রত রায়

শুনেছেন :২১.০৯.২০২৩

বিচার :২৭.০৯.২০২৩

বিচারপতি অজয় কুমার মুখার্জি

১. ভারতের সংবিধানের ২২৭ অনুচ্ছেদের অধীনে এই আবেদনটি ৩১শে জুলাই, ২০১৯ তারিখে দেওয়ানী বিচারক (বরিষ্ঠ বিভাগ), বাঁকুড়া কর্তৃক ২০১৮ সালের ৭৮ নং মালিকানা মামলায় গৃহীত আদেশের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে। বিতর্কিত আদেশের মাধ্যমে, নিম্নোক্ত আদালত সিভিল প্রসিডিউর কোডের আদেশ VII বিধি ১১ (এ) এবং (ডি)-এর বিধানের অধীনে অভিযোগ প্রত্যাখ্যানের জন্য বিবাদীদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে (এখানে "কোড" বলা হয়েছে)

২. বাদী/বিরোধী পক্ষগুলি এখানে বিবাদী/আবেদনকারীর বিরুদ্ধে উপরোক্ত মালিকানা মামলা দায়ের করে এই ঘোষণার জন্য অনুরোধ করে যে প্রয়াত বৈকুণ্ঠ নাথ চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত ১৯.০৫.১৯২৮ তারিখের অর্পনমার নিবন্ধিত দলিলের শর্তাবলীর অধীনে, মামলার সম্পত্তির ক্ষেত্রে তারা দেবতার সেবাইত এবং

২০১৩ সালের ১৯০ নম্বর মালিকানা মামলায় বাঁকুড়ার দেওয়ানী বিচারক (সিনিয়র ডিভিশন) প্রথম আদালত কর্তৃক প্রদত্ত বিবাদী/আবেদনকারী কর্তৃক প্রাপ্ত একতরফা ডিক্রি বাতিল এবং তাদের উপর বাধ্যতামূলক নয় বলে ঘোষণার জন্য এবং মামলার সম্পত্তিতে বিবাদীকে তাদের দখলে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত রাখার স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্যও।

৩. উক্ত মামলায় বাদী অন্যান্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে সমন জারির সময় জালিয়াতি করার অভিযোগ এবং অন্যান্য গুপ্তচরদের প্ররোচিত না করার অভিযোগ সহ বিভিন্ন অভিযোগ করেছেন এবং তাই বাদী ঘোষণা করার জন্য ডিক্রি পাস করার জন্য অনুরোধ করেছেন যে ২০১৩ সালের ১৯০ নং মালিকানা মামলায় গৃহীত মেয়াদ উত্তীর্ণ ডিক্রিটি অকার্যকর। এখানে বিবাদী হিসাবে আবেদনকারী কোডের আদেশ VII বিধি ১১ (ক) এবং (ঘ) এর অধীনে অভিযোগ প্রত্যাখ্যানের জন্য একটি আবেদন দায়ের করেছেন যে বাদীরা কোডের আদেশ ৬ বিধি ৪ এর অধীনে প্রয়োজনীয় হিসাবে বাদীতে জালিয়াতির বিশদ বিবরণ দেননি এবং তাই বাদী পদক্ষেপের কারণ গঠনকারী সত্যটি প্রকাশ না করার শিকার হন এবং বাদীরা বলেননি যে কীভাবে বিবাদী তার ব্যক্তিগত ক্ষমতায় মামলার বিষয়ে আগ্রহী এবং কেন বিবাদী তার ব্যক্তিগত ক্ষমতায় বাদীদের দাবির উত্তর দিতে দায়বদ্ধ। তদুপরি বাদীরা বর্তমান মামলাটি তাদের ব্যক্তিগত ক্ষমতার জন্য দায়ের করেছিলেন এবং দেবতার সেবাইত হিসাবে প্রতিনিধিত্বমূলক ক্ষমতার অধীনে নয়।

৪. বাদী/বিপরীত পক্ষ লিখিত আপত্তি দায়ের করে এবং আবেদনে করা অভিযোগ অস্বীকার করে এবং আদেশ সপ্তম বিধি ১১-এর অধীনে বিবাদী কর্তৃক দায়ের করা উক্ত আবেদন প্রত্যাখ্যানের জন্যও অনুরোধ করে।

৫. নিম্নোক্ত বিজ্ঞ আদালত উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানির জন্য আবেদনটি গ্রহণ করেছেন এবং আপত্তিকর আদেশের মাধ্যমে আনন্দের সাথে পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, আরজিতে মামলার কারণ স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়েছে এবং আরজির বিষয়বস্তু থেকে এমন কিছু দেখা যায় না যে মামলাটি কোনও আইন দ্বারা নিষিদ্ধ এবং তাই আদেশ VII এর বিধি 11 (ক) বা বিধি 11 (ঘ) কোনটিই বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রযোজ্য নয় এবং নিম্নোক্ত আদালত বিবাদীর উপরোক্ত আবেদনটি খারিজ করে দিয়েছেন।

৬. শ্রী ত্রিবেদী বিজ্ঞ আইনজীবী আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত হয়ে দাখিল করেন যে দেবতা সম্পত্তির মালিক এবং সেইজন্য সমস্ত সেবাইত প্রয়োজনীয় পক্ষ এবং তাদের অনুপ্রাণিত না করে, শেবাইটশিপ ঘোষণার জন্য বর্তমান মামলা আইন দ্বারা নিষিদ্ধ, যা নীচের আদালত প্রশংসা করতে ব্যর্থ হয়েছে৷ ট্রায়াল কোর্ট বেআইনিভাবে এবং তার এক্তিয়ারের অনুশীলনে বস্তুগত অনিয়মের সাথে কাজ করেছে শুধুমাত্র বাদীর অনুচ্ছেদ ৮-এ দেওয়া বিবৃতির উপর নির্ভর করে যা বলে যে "২৭.০৭.২০১৮ তারিখে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল" এবং আসামীদের কর্মের কারণ প্রকাশ না করার আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। নীচের আদালত উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে যে বর্তমান মামলাটি কোডের আদেশ VII বিধি ৫ এর অধীনে আইন দ্বারাও নিষিদ্ধ কারণ বাদী কীভাবে আত্মপ্রকাশকারী সম্পত্তিতে ব্যক্তিগতভাবে আগ্রহী তা নিয়ে বাদীতে কিছুই নেই এবং কেন বিবাদী তার ব্যক্তিগত ক্ষমতায় বাদীর দাবির উত্তর দিতে দায়বদ্ধ। শ্রী ত্রিবেদী আরও যুক্তি দিয়েছিলেন, এমনকি যদি প্রার্থনার মতো একটি ডিক্রি পাস করা হয়, তবে তা বিবাদীর উপর বাধ্যতামূলক হবে না বা দেবতা হিসাবে আত্মপ্রকাশকারী এস্টেট পক্ষ/বিবাদী হিসাবে জড়িত করা হয়নি এবং এইভাবে আদালত বাদী প্রত্যাখ্যান না করার ক্ষেত্রে আইনে এটির এক্তিয়ার প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছে। কোডের আদেশ IX, বিধি ১৩-এর অধীনে আবেদন দাখিলের জন্য সীমাবদ্ধতার আইন কেন বিশেষত যখন বাদীকে প্রতারণার বিবরণ দেওয়া হয়নি সে সম্পর্কে বাদীকে কিছু বলা হয়নি।

৭. কৌঁসুলি শ্রী চ্যাটার্জি বিরুদ্ধ পক্ষের পক্ষে উপস্থিত হয়ে বলেছেন যে

আরজির বিষয়বস্তু কেবল পর্যালোচনা করলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আদালতের উপর জালিয়াতি করে কীভাবে একপক্ষীয় ডিক্রি আদায় করা হয়েছিল, তা আরজির ৫ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। তিনি আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে বর্তমান আবেদনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার উদ্দেশ্যে আদালতকে পুরো অভিযোগটি সম্পূর্ণরূপে পড়তে হবে এবং বাদী কোনও পদক্ষেপের কারণ প্রকাশ করে কিনা এই প্রশ্নটি একটি সত্যের প্রশ্ন যা সম্পূর্ণরূপে বাদীতে করা বক্তব্যের ভিত্তিতে সংগ্রহ করতে হবে, সেই বক্তব্যগুলিকে সঠিক বলে ধরে নিতে হবে। তদনুসারে শ্রী চ্যাটার্জি বলেছেন যে বর্তমান আবেদনটি কোনও যোগ্যতা বহন করে না এবং নীচের আদালত বিবাদীদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে ন্যায়সঙ্গত, যা এই আদালতের কোনও হস্তক্ষেপের আহ্বান জানায় না।

৮. আমি বাদীপত্রে করা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে গিয়েছি এবং উভয় পক্ষের বলা বিষয়গুলিও বিবেচনা করেছি। আদেশ ৭, বিধি ১১ (ঘ)-এর অধীনে একটি আবেদন নিয়ে কাজ করার সময়, আদালত কেবলমাত্র অভিযোগটিতে করা অভিযোগগুলি দেখতে পাবে যদি এটির মুখের মূল্যের ভিত্তিতে সামগ্রিকভাবে সঠিক বলে মনে করা হয়, মামলাটি কোনও আইন দ্বারা নিষিদ্ধ কিনা। তাত্ক্ষণিক মামলায় বাদীতে করা বক্তব্যগুলি পর্যালোচনার ক্ষেত্রে, মামলাটি কোনও আইন দ্বারা নিষিদ্ধ বলে বলার কোনও সুযোগ নেই। এটি মনে রাখতে হবে, যেহেতু অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করার জন্য আদালতকে প্রদত্ত ক্ষমতা একটি কঠোর পদক্ষেপ, তাই আদেশ ৭, বিধি ১১-এ বর্ণিত শর্তগুলি কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।

৯. এটি দেখতে হবে যে, বস্তুগত দিকটিই বাস্তব, রূপ নয়। যখন বাদী তার আবেদনের ৭ নম্বর অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, ২৭.০৭.২০১৮ তারিখে এবং তার পর থেকে আসামীরা জালিয়াতিপূর্ণ ডিক্রির মাধ্যমে বাদীদের সেবার অধিকার অস্বীকার করছে, তখন এই পর্যায়ে আদালতকে উপরোক্ত আবেদনে বা লিখিত বিবৃতিতে আসামীরা যে অভিযোগ করেছেন তার সত্যতা সম্পর্কে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রয়োজন নেই।

১০. এখন জালিয়াতির বিবরণ প্রকাশ করে বাদীতে করা অভিযোগগুলি আদেশ ৬, বিধি ৪ মেনে যথেষ্ট কি না এবং বাদী তার ব্যক্তিগত ক্ষমতায় মামলা সম্পত্তিতে তার অধিকার দাবি করার জন্য মামলা দায়ের করতে পারে কি না এবং বাদীতে করা অভিযোগগুলি বাদীর ব্যক্তিগত ক্ষমতায় কোনও পদক্ষেপের কারণ প্রকাশ করে কিনা এবং এর ফলে কোনও আইন দ্বারা নিষিদ্ধ কিনা তা বিচারের সময় আইন ও সত্যের মিশ্র প্রশ্ন বিবেচনা করা উচিত, তবে কোনও কল্পনার প্রসারের দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না যে বাদীতে করা বিবৃতিগুলি যদি সত্য বলে মনে করা হয় তবে কোডের আদেশ ৭ এর বিধি ৭ (ক) বা বিধি ৭ (ঘ) কে আকর্ষণ করে।

১১. তদনুসারে আমি দেখতে পাচ্ছি যে, নীচের আদালতের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে বিকৃত বলা যাবে না বা এটিও বলা যাবে না যে, নীচের আদালত বাদীদের আবেদন প্রত্যাখ্যানের অনুমতি না দিয়ে তার এখতিয়ার অতিক্রম করেছে, যার জন্য ভারতীয় সংবিধানের ২২৭ অনুচ্ছেদের অধীনে এই আদালতের হস্তক্ষেপের নিশ্চয়তা রয়েছে। এই বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে অভিযুক্ত আদেশে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই

১২. ২০১৯ সালের সি. ও. ৩৭০৭ খারিজ করা হয়েছে। তবে এই আদেশটি এখানে আবেদনকারী/বিবাদীকে কার্যধারার যথাযথ পর্যায়ে মামলার রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতাকে চ্যালেঞ্জ করতে বাধা দেবে না।

১৩. এই রায়ের জরুরী ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, আবেদন করা হলে, সমস্ত প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার জন্য পক্ষগুলিকে সরবরাহ করা হবে।

(বিচারপতি অজয় কুমার মুখার্জী)

৫

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly